এভারেস্ট-জয়ী অরুণিমার শৃঙ্গ এখন প্রতিবন্ধীদের অ্যাকাডেমি

কলকাতায় পড়ুয়াদের সঙ্গে অরুণিমা — পিটিআই

এই সময়: ট্রেনের ধাক্কায় বাদ পড়েছে বাঁ হাঁটুর নীচের অংশ। ডান থাইয়ে রড ঢোকানো। শিরদাঁড়ার ক্ষতের ব্যথায় নড়াচড়া বন্ধ। জাতীয় স্তরের ভলিবল খেলোয়াড় হিসেবে জীবন শেষ। খবরের কাগজের শিরোনামেও অন্য অভিযোগের বন্যা। ২০১১ সালে এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন ২১ বছরের অরুণিমা সিনহাকে।

এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে অধিকাংশ সময় হয়তো আত্মহত্যার মতো কঠিন কোনও পদক্ষেপকে বেছে নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেন অনেকে। কিন্তু অরুণিমা সেটা করেননি। যে কাগজের প্রথম পাতায় তাঁর নামে অভিযোগের বন্যা ছিল, সেই কাগজেরই অন্য পাতায় ছোট্ট করে দেওয়া একটা ম্যাপে চোখ আটকেছিল ২১ বছরের মেয়ের। মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন সে দিন থেকেই দেখা শুরু করেন লখনৌর অরুণিমা। ২০১৩ সালে বিশ্বের প্রথম প্রতিবন্ধী মহিলা হিসেবে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন তিনি। শুধু মাউন্ট এভারেস্টই নয়, তার পর আরও পাঁচটি মহাদেশের পাঁচটি উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করে নিয়েছেন অরুণিমা। শনিবার এক বেসরকারি স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে নিজের যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে হার না মানার টোটকাই দিয়ে গেলেন তিনি।

ভলিবল নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়তে পারেননি ঠিকই। কিন্তু ট্রেনের দুর্ঘটনা তাঁর জীবনকে যে খাতে বয়ে নিয়ে গিয়েছে, তাতেও না-খুশ নন তিনি। হেসে বলেন, 'ভলিবলে হয়তো আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতাম। কিন্তু বিশ্বের প্রথম তো হতে পারতাম না! জীবন কঠিন পরিস্থিতি আসে জীবনের পথ বদলনোর জন্য। আমারও সেটা হয়েছে।' আর তাই তিনি মনে করেন, হার মানাটা অন্যায়। 'কঠিন পরিস্থিতি জীবনে আসবেই। আর সে সময় মাথা ঠান্ডা করে ভাবো, জীবন তোমাকে আরও কত কিছু দিতে পারে। আমাদের জেনারেশনের সমস্যা হল, আমাদের কোনও লক্ষ্যই থাকে না। তাই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নিজের জন্য একটা লক্ষ্য স্থির করা খুব দরকার,' অপলক দৃষ্টিতে বলছিলেন অরুণিমা। বলা যতটা সহজ, তত সহজে কি করা যায়? 'সহজ তো নয়ই। আমি যখন প্রতিদিন আমার মাউন্টেনিয়ারিংয়ে প্র্যাকটিস করতাম, তখন প্রত্যেকে আমাকে বলত, আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছি। নকল পা শরীরের ওজন নিতে পারত না। রক্তপাত হত। কিন্তু, আমি নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে গিয়েছি,' বলেন পদ্মশ্রী-কন্যা।

এখন অবশ্য উন্নাওয়ের গ্রামে অন্য সোনা ফলানোর স্বপ্ন দেখছেন অরুণিমা। শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের খেলার তালিম দেওয়ার জন্য 'চন্দ্রশেখর আজাদ বিকলাঙ্গ খেল অ্যাকাডেমি' তৈরির পথে এগোচ্ছেন তিনি। জানান, 'শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যেন কিছুই করতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা সমাজে বাতিল। এই পরিস্থিতিতে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর মানসিক জোর ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। আমি চাই খেলার মাধ্যমে তাঁদের সেই মনের জোরটা ফিরিয়ে দিতে। তাই এই অ্যাকাডেমি গড়ার ভাবনা।' উন্নাও জেলায় জমি কিনে ফেললেও অ্যাকাডেমির কাজে হাত দিতে পারেননি এখনও। কেন? 'ডিসেম্বরে আমার সপ্তম সামিট। আন্টার্কটিকায় যাচ্ছি আমি। ছ'টা সামিটের পরও আমাকে স্পনসর খুঁজতে হচ্ছে। তা হলে বুঝুন, একটা আস্ত অ্যাকাডেমি তৈরি করতে আমাকে আরও কত দরজায় ঘুরতে হবে?' বলেন কন্যা।